International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-III, Issue-I, February 2017, Page No. 49-60
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

রাঢ়ের ডোকরা অলংকার: ঐতিহ্য, স্বরূপ, বর্তমান অবস্থান ও রূপান্তর

আশিক সেখ
এম ফিল ছাত্র (ইউ জি সি - জুনিয়র রিসার্চ ফেলো) লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সুজয়কুমার মণ্ডল
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Dokra is one of the oldest ancient forms of folk craft. It is the symbol of various artistic thoughts and imagination of folk artisans. Though, these ancient craft is seen in different place of West Bengal but its highest development is noticed in Radh region. Most of the artisans of Dokra craft live at Bankura, Birbhum, Burdwan and Purulia district in Radh Bengal. Dokra ornaments are uncommon artistic product of this craft. It bears the unique identity of artistic skill and creativity of folk artisans. Comparatively, these ornaments are a modern product of these ancient craft. To keep alive this ancient craft is the main inspiration of the Dokra artisans to produce these ornaments in modern changed socio-economic condition. In recent year, increasing huge demands has improved the unimaginable production quality and aesthetic beauty of these ornaments. Today, these ornaments are cordially accepted both the folk society and the urban society. Now these ornaments are in great demand in domestic and foreign market because of its enhancing folk motifs and aesthetic beauty. Though, a lots of research work has been conducted about Dokra craft but any important article has not yet been published. So, this paper has focused to disclose the tradition, production procedure, motifs, socio-economic conditions of Dokra workers and marketing system of these ornaments. This research paper is a modest attempt to provide a complete account of Dokra ornaments in the context of Bengal's Folkcraft.

Key Words**: **Folkcraft, Radh, Dokra, Ornament, Motif

১. ভূমিকা : মানুষের সৃজনশীল শিল্পীমনের এক অসামান্য ফসল লোকশিল্প। মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই নান্দনিক, ব্যবহারিক ও ধর্মীয় প্রয়োজন পূরণের তাগিদে পাথর, মাটি, কাঠ, সুতো, শঙ্খ দিয়ে কখনওবা বিভিন্ন ধাতু দিয়ে কিছু না কিছু গড়েছে। পরবর্তীকালে নান্দনিকতার ছোঁয়ায় সেগুলি এক একটি পৃথক শিল্পাঙ্গিক হিসাবে বিকাশ লাভ করেছে। ফলত সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মৃৎশিল্প, পাথর শিল্প, বয়ন শিল্প, কাষ্ঠ শিল্প, ধাতু শিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন লোকশিল্পাঙ্গিক বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। মানব জাতির প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায় যে,

নবোপলীয় যুগ অর্থাৎ 'নিওলিথিক এজ'-এ কৃষিকার্য যখন উন্নত হয়েছে, বিভিন্ন কারিগরি কুশলতার সাহায্যে যখন শ্রমনির্বাহ করা সম্ভব হয়েছে তখনই ধাতুশিল্পের বিকাশ ঘটেছে (সৈয়দ, ২০০১:১)। ধাতু ব্যবহারের প্রথম স্তরেই যে সব ধাতব লোকশিল্পের উদ্ভব ঘটেছিল, ডোকরা শিল্প সেগুলির মধ্যে বিশিষ্ট। এটি মূলত মোমছাঁচ গলানো ঢালাই রীতির ধাতুশিল্প। ভারত ছাড়াও মালয়েশিয়া, প্রচীন মিশর, আফ্রিকা, এবং মধ্য আমেরিকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই শিল্পাঙ্গিকটি বিকশিত হয়েছিল। ভারতবর্ষে ডোকরা শিল্প উদ্ভূত হয়েছিল সম্ভবত ছোটনাগপুরে বা নাগপুরে। যাযাবর জনজাতিগোষ্ঠীভূক্ত ডোকরা শিল্পীরা ঘুরতে ঘুরতে বিহার-সীমান্ত পার হয়ে বঙ্গভূমির রাঢ় আঞ্চলে বসতি স্থাপন করে (চক্রবর্তী, ২০১১:৯২)। কাজেই উৎসের বিচারে ডোকরা শিল্প রাঢ়বঙ্গ তথা পশ্চিমবঙ্গের অত্যন্ত প্রাচীন লোকশিল্প।

প্রাচীনকাল থেকেই ডোকরা শিল্পীরা পিতল দিয়ে বিভিন্ন ধরনের শিল্পবস্তু নির্মাণ করতেন। গৃহস্থালির ব্যবহারিক জিনিসপত্র, বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি, ধর্মীয় আচার সংক্রান্ত শিল্পবস্তু এবং গৃহসজ্জার শিল্পবস্তুগুলি আজও শৈল্পিক সৌন্দর্য বজায় রেখে উৎপাদিত হয়ে চলেছে। আর এই ডোকরা শিল্পের আধুনিক এবং উল্লেখযোগ্য শিল্পনিদর্শন হল ডোকরা অলঙ্কার।

২. ডোকরা অলংকারের প্রাচীনত্ব: ডোকরা শিল্পীরা নিজেদের বিশ্বকর্মার সন্তান বলে মনে করেন। বিশেষভাবে ডোকরা শিল্পীদের প্রসঙ্গে মীরা মুখোপাধ্যায় যে অনুসন্ধান চালিয়েছেন তাতে বোঝা যায় যে, এই ডোকরা সম্প্রদায় এক বহু প্রাচীন আদিবাসী লোকশিল্পী সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত। মীরা মুখোপাধ্যায় লিখেছেন:

> "আজকাল যাদের ধোকরা কামার বা কারিগর বলা হয়, যতই তাদের সাথে কাজ করেছি, ততই ক্রমশ বুঝতে পেরেছি এরা ভারতবর্ষের যেখানেই থাক না কেন, এদের সকলের মূল এক, এদের সকলের কাছেই শুনেছি যে এদের আদিগুরু বিশ্বকর্মা। তাঁরা মূলে এবং সর্বাগ্রে ঘুঙুর তৈরি করতেন"। (সৈয়দ, ২০০১: ৩)

মীরা মুখোপাধ্যারের বক্তব্যের সূত্র ধরে বলা যায় যে, ডোকরা শিল্পীরা বহু প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন অলঙ্কার নির্মাণ করতেন। যে পদ্ধতিতে ডোকরা শিল্পকর্ম প্রস্তুত হয় তাতে খুব বড় আকারের বা অধিক নক্সাযুক্ত কোন বস্তু প্রস্তুত করা কঠিন। ডোকরা শিল্পীরা প্রাচীনকাল থেকেই ছোট ছোট দেবদেবীর মূর্তি, পুতুল, ছোট ছোট জীবজন্তুর মূর্তি তৈরি করতেন। পরবর্তীকালে ক্রমক্ষয়িষ্ণু ডোকরা শিল্প ও শিল্পীসত্ত্বাকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে ডোকরা শিল্পীরা এমন ধরনের কাজ করতে শুরু করলেন যা তারা আগে কখনও করতেন না। যেমন বাসনপত্র মেরামতির কাজ তারা আগে না করলেও প্রয়োজনে কিছুকিছু তাদের করতে হল। সেই সঙ্গে তারা পায়ের মল, নূপুর ইত্যাদি তৈরি করতে লাগলেন। নাচের ঘুঙুর নির্মাণ ডোকরা শিল্পে বহুল প্রচলিত ছিল। এ প্রসঙ্গে মীরা মুখোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে জানিয়েছেন:

> "ডোকরাদের প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই ঘুঙুর তৈরি করার রীতি অত্যন্ত প্রাচীন। অনেকের মতে সবচেয়ে আগে তারা ঘুঙুরই বানাতেন"। (সৈয়দ, ২০০১:২৬)

মীরা মুখোপাধ্যায় আরো জানিয়েছেন:

> "এদিকে আমাদের পরিচিত যত ধোকরা কামার, উড়ে কামার, ঘড়ুয়ারা আছেন, তাদের কাছেও শুনেছি যে তাঁরা প্রথমে ঘুঙুর তৈরি করতেন। বিশ্বাস করেন যে তারাও একদিন সমুদ্র পেরিয়ে এদেশে এসে ছিলেন। উড়িষ্যায় এই কামারদের সিত্রিয়া বলা হয়।...এঁরাও ঘুঙুর তৈরি করেন"। (সৈয়দ, ২০০১:২৭)

সুতরাং একথা বলা যায় যে ডোকরা শিল্পীরা প্রাচীনকাল থেকেই ঘুঙুর, নুপুর, পায়ের মল ইত্যাদি নির্মাণ করতেন। বর্তমানে নান্দনিক সৌন্দর্য ও শৈল্পিক বিশিষ্টতায় অলংকারগুলির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ডোকরা শিল্পীরা আধুনিক ডিজাইনের মনোহারী বিভিন্ন অলংকার নির্মাণ করছে।

৩. অঞ্চল: রাঢ়বঙ্গের যে সব অঞ্চলের ডোকরা শিল্প সর্বাধিক বিকাশ লাভ করেছে সেগুলি হলন: বাঁকুড়া জেলার বিকনা, লক্ষ্মীসাগর, বিন্ধ্যজম, নেতকামলা; বর্ধমান জেলার দরিয়াপুর, একলক্ষ্মী; পুরুলিয়া জেলার নডিহা, অক্রো, পাবড়াপাহাড়ী, নরকালী প্রভৃতি।

৪. উপাদান: ডোকরা শিল্পদ্রব্য নির্মাণের জন্য যে সমস্ত উপাদানের প্রয়োজন হয় ডোকরা অলংকার নির্মাণের জন্য প্রায় একই ধরনের উপাদানের প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন ধরনের অলংকার নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি হল মাটি (দ্র. চিত্র নং-১), ধুনো ও পিচ (দ্র. চিত্র নং-২), মোম (দ্র. চিত্র নং-৩), পিতল, সরষের তেল, রাং, দস্তা সিসে প্রভৃতি। এছাড়া আগুন জ্বালাবার জন্য প্রয়োজন হয় কয়লা বা কাঠ।

চিত্র নং -১ প্রয়োজনীয় মাটি

চিত্র নং - ২ ধুনো ও পিচের মিশ্রণ

চিত্র নং - ৩ মোমের সুতো

৫. উপকরণ: ডোকরা অলংকার নির্মাণের জন্য যেসব উপকরণ ও তৈজসের প্রয়োজন হয় সেগুলি হল পিতল গলাবার পাত্র, হাপর, সরু শিক বা কাঠি, ব্রাশ, সাঁড়াশি, উখো, হাতুড়ি, প্রেশার মেশিন (দ্র. চিত্র নং-৪), শান পাথর (দ্র. চিত্র নং-৫), বিভিন্ন ছেনি (দ্র. চিত্র নং-৬) প্রভৃতি।

চিত্র নং - ৪ প্রেশার মেশিন

চিত্র নং- ৫ শান পাথর

চিত্র নং - ৬ বিভিন্ন ছেনি

৬. নির্মাণ পদ্ধতি: ডোকরা শিল্পের নির্মাণ পদ্ধতিটিকে পাশ্চাত্য পরিভাষায় বলা হয় 'Lost Wax Metal Casting'। শিল্পদ্রব্য তৈরিতে মাটির ছাঁচ ব্যবহার করা হয় বলে ইংরাজী ভাষায় এই পদ্ধতির প্রযুক্তিগত সংজ্ঞা হল 'Clay mould investment casting', যার যথার্থ বাংলা অনুবাদ হতে পারে 'মোম ছাঁচের মোরক ঢালাই'বা

'মোম ছাঁচ লোপী পদ্ধতি'। আবার এই শিল্পকর্মটিকে 'মোমছাঁচ পিতল ঢালাইও' বলা যায়। বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে অলংকার তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়। নিম্নে অলংকার তৈরির পর্যায়গুলি উল্লেখ করা হল:

- **মণ্ড প্রস্তুত:** প্রথমে ধুনো আর সরষের তেল আগুনের তাপে গরম করে কালো রঙের মণ্ড তৈরি করা হয়। মণ্ডটি বেশ ঘণ হলেও নমনীয় প্রকৃতির হয়। এরপর মণ্ডটির সঙ্গে নির্দিষ্ট অনুপাতে খাঁটি মোম মেশানো হয়।
- **মডেল বা ছাঁচ প্রস্তুতকরণ:** এরপর যে অলংকারটি নির্মাণ করা হবে বালি মিশ্রিত মাটি দিয়ে তার একটি সাধারণ ছাঁচ তৈরি করা করা হয় (দ্র. চিত্র নং-৭)। শিল্পীরা সাধারণত উইমাটি ব্যবহার করেন। ছাঁচ তৈরির সময় ছাঁচটিকে যতটা সম্ভব নিখুঁতভাবে করার চেষ্টা করা হয়।
- **ছাঁচে মণ্ড লাগানো:** এরপর মাটির ছাঁচটিকে রোদে শুকিয়ে নিয়ে তার উপর পূর্ব-প্রস্তুত মোম-তেল-ধুনোর মণ্ডটি ঘণ করে লেপন করা হয় (দ্র. চিত্র নং-৮)।
- **মোমের প্রলেপ দেওয়া:** এরপর ধুনোর মণ্ড লাগানো ছাঁচের উপর মোমের সরু সুতো লাগানো হয়। এইসময় ছাঁচটির উপর অলংকারের সূক্ষ কারুকার্যগুলি করা হয় (দ্র. চিত্র নং-৯)।
- **মাটির প্রলেপ দেওয়া:** এরপর ছাঁচটির উপর আগাগোরা মাটির প্রলেপ দেওয়া হয় এবং প্রলেপ আবরণটির মধ্যে ছোট ছোট ছিদ্র রাখা হয়।
- **ছাঁচ পোড়ানো:** এরপর মোমের মডেল সহ মাটির ছাঁচটিকে আগুনে পোড়ানো হয়। ফলে মোম-ধুনো-তেলের ছাঁচটি গলে গিয়ে পূর্বের ছিদ্রগুলি দিয়ে বেরিয়ে আসে। এইভাবে মোম গলে বেরিয়ে যায় বলে এই পদ্ধতির নাম 'হারানো মোম ঢালাই' পদ্ধতি।
- **ধাতুর ব্যবহার:** ভিতরের মোম গলে বেরিয়ে আসার পর মাটির ছাঁচের সব ছিদ্রগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। কেবলমাত্র একটি ছিদ্র রাখা হয়। এরপর অন্য একটি পাত্রে পিতল গলিয়ে ঐ ছিদ্র দিয়ে ঢালা হয়। ভিতরের ফাঁকা স্থানে পিতল চলে যায়। এবং ধীরে ধীরে জমাট বেঁধে জায়গাটা ভরাট হয়ে যায়। এরপর উপরের মাটির প্রলেপটা ভেঁঙে ফেলা হলে ভিতরের পিতলের অলঙ্কারটি বেরিয়ে আসে।
- **পালিস করা:** এরপর বিভিন্ন ধরনের তারের ব্রাশ, ফাইল ও উকোর সাহায্যে ঘষে অলঙ্কারটিকে মসৃণ করা হয় এবং সূক্ষতা ফুটিয়ে তোলা হয়। সবশেষে অ্যাসিড জল ও তেঁতুল জলে ধুয়ে অলঙ্কারটিকে উজ্জ্বল করে তোলা হয়।

চিত্র নং - ৭ মাটির মডেল বা ছাঁচ

চিত্র নং - ৮ ধুনোর মণ্ড লাগানো ছাঁচ

চিত্র নং ৯ মোমের সুতো দিয়ে নকসাকরণ

৭. পরিভাষা

ডোকরা শিল্পীরা অলঙ্কার তৈরির সময় কাজের সুবিধার্থে বেশ কিছু পরিভাষা ব্যবহার করেন। যেমন-

- **ঘৈরা:** অলঙ্কার তৈরির সময় বা অন্যান্য শিল্পদ্রব্য তৈরির সময় শিল্পীরা যে গলিত পিতল ব্যবহার করেন তাকে শিল্পীদের ভাষায় বলে ঘৈরা।

- **পিচু:** ধুনো, সরষের তেল এবং পিচ দিয়ে তৈরি কালো রঙের এক ধরনের মণ্ড তৈরি করে, যাকে শিল্পীদের ভাষায় বলে পিচুঁ।
- **লেবরালো:** মাটির ছাঁচের উপর ধুনোর প্রলেপ দেওয়া বা কালো রঙের পিচু দেওয়াকে বলে লেবরালো।
- **ভাঁটি:** যেখানে মাটির ছাঁচটিকে পোড়ানো হয় তাকে বলে ভাঁটি।

৮. উৎপাদিত অলঙ্কার সমূহ

ডোকরা শিল্পীরা যে বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কার নির্মাণ করেন সেগুলিকে ব্যবহারের নিরিখে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে:

- **হাতের অলঙ্কার:** হাতের বালা, হাতের ব্যাসলেট, কঙ্কণ, আংটি প্রভৃতি (দ্র. চিত্র নং-১০)।
- **কর্ণের অলঙ্কার:** কানের দুল, ঝুমকো, কানপাসা প্রভৃতি (দ্র. চিত্র নং-১১)।
- **নাকের অলঙ্কার:** নাকছবি, নাকের নথ প্রভৃতি।
- **কণ্ঠের অলঙ্কার:** গলার হার, নেকলেস, বিভিন্ন ধরনের চেন প্রভৃতি (দ্র. চিত্র নং-১২)।
- **মাথার অলঙ্কার:** টিকলি, মাথায় দেবার হেয়ার পিন, বিভিন্ন ধরনের ক্লিপ, মুকুট প্রভৃতি।
- **পায়ের অলঙ্কার:** পায়ের তোড়া, ঘুঙুর, নূপুর প্রভৃতি।

চিত্র নং- ১০ হাতের বালা

চিত্র নং-১১ কানের দুল

চিত্র নং-১২ গলার হার

৯. মোটিফ: লোকশিল্পকলার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল বিভিন্ন ধরনের মোটিফের ব্যবহার। এককথায় মোটিফগুলি শিল্পবস্তুর সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রধান আধার। আবার লোকশিল্পের মোটিফগুলি কখনো কখনো শিল্প আঙ্গিকের তাৎপর্য ও গূঢ় অর্থ উদ্ঘাটনে বিশেষ সহায়তা করে। ডোকরা শিল্পীরা ডোকরা অলঙ্কারগুলিকে চিত্তাকর্ষক ও মনোহারী করে তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের মোটিফ ব্যবহার করে। ডোকরা অলংকারে ব্যবহৃত মোটিফগুলিকে আমরা কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করতে পারি। (মণ্ডল,২০১১:৩)

৯.১ প্রকৃতিজগৎকেন্দ্রিক মোটিফ: বিভিন্ন ধরনের পাতা, পানপাতা, ছোট ছোট ফুল, পদ্ম ফুল, বিভিন্ন ধরনের ফল প্রভৃতি অলঙ্কারগুলিতে ব্যবহৃত হয় (দ্র. চিত্র নং-১৩)।

৯.২ জীবজগৎকেন্দ্রিক মোটিফ: বিভিন্ন ধরনের পাখি, প্রজাপতি, মাছ, কীটপতঙ্গ, এবং পশু প্রভৃতি বিভিন্ন অলঙ্কারে মোটিফ হিসাবে ব্যবহৃত হয় (দ্র. চিত্র নং-১৪, ১৫)।

৯.৩ সৌরজগৎকেন্দ্রিক মোটিফ: সূর্য, তারা, চন্দ্র প্রভৃতি সৌরজগতের বিভিন্ন উপাদানগুলি মোটিফ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৯.৪ জ্যামিতিক নকসাকেন্দ্রিক মোটিফ: বৃত্ত, বিভিন্ন ধরনের রেখা, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র এরং বিভিন্ন ধরনের জ্যামিতিক আকৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন ডোকরা অলংকারগুলিতে মোটিফ হিসাবে বেশী ব্যবহৃত হয় (দ্র. চিত্র নং-১৬)।

৯.৫ ধর্মীয় বিষয়কেন্দ্রিক মোটিফ: গনেশ, কার্ত্তিক, লক্ষ্মী, স্বস্তিক চিহ্ন প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষঙ্গগুলি মোটিফ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

চিত্র নং - ১৩ পাতা ও ফুলের মোটিফযুক্ত হার

চিত্র নং - ১৪ পেঁচার মোটিফ যুক্ত হার

চিত্র নং -১৫ প্রাণীজগৎকেন্দ্রিক মোটিফ

চিত্র নং - ১৬ জ্যামিতিক নকশাকেন্দ্রিক মোটিফ

১০. নারীদের ভূমিকা: প্রতিটি লোকশিল্প আঙ্গিকেই নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। লোকশিল্পের সৃজন, উৎপাদন, বিপণন, প্রসার ও বিবর্তন প্রভৃতি আঙ্গিকেই নারীরা আজ পুরুষদের সমসঙ্গী। ডোকরা শিল্পের ক্ষেত্রেও এর কোন ব্যতিক্রম হয় নি। ডোকরা অলঙ্কারের ক্ষেত্রে যে সব পরিসরে নারীদের বহুমুখী কর্মপ্রয়াস পরিলক্ষিত হয় সেগুলি হল:

- উৎপাদনকারী
- বিপণনকারী
- ব্যবহারকারী

১০.১ উৎপাদনকারী: অলঙ্কারগুলি প্রধানত মেয়েদের ব্যবহারের সামগ্রী হলেও এগুলির উৎপাদনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে পুরুষশিল্পীরা, আর মেয়েরা বিভিন্ন কাজে পুরুষশিল্পীদের সহযোগিতা করে। ডোকরা শিল্প পরিবারকেন্দ্রিক শিল্প হওয়ায় পরিবারের মেয়েরা তাদের ঘরকন্নার কাজ সেরে অলঙ্কার তৈরির যে সব খুঁটিনাটি কাজে অংশগ্রহণ করে সেগুলি হল:

- মাটি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কারের যে ছাঁচ তৈরি করা হয়, সেই ছাঁচগুলি সাধারণত মেয়েরা তৈরি করে (দ্র. চিত্র নং-১৭)।
- মাটির ছাঁচগুলির উপর মোম-ধুনো-তেলের তৈরি একধরনের মণ্ড লাগানো হয়। সাধারণত ছাঁচের উপর মণ্ড লাগানোর কাজটি করে মেয়েরা (দ্র. চিত্র নং-১৮)।
- মোম গলানো, ছাঁচ শুকানো, ভাঙা পিতল গলানো প্রভৃতি কাজেও মেয়েরা অংশিক ভাবে অংশগ্রহণ করে।
- অলংকারগুলি তৈরির পর সেগুলিকে তারের ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করার কাজটি সাধারণত মেয়েরা করে।

- এছাড়া অলঙ্কারগুলিকে সিরিজ কাগজ দিয়ে ঘষে মসৃণ করা ও উজ্জ্বল করার জন্য তেঁতুল জল দিয়ে ধোওয়ার কাজগুলিও সাধারণত মেয়রা করে।

উৎপাদনের সাথে যুক্ত এই সব কাজ সাধারণত মেয়েদের অধীনেই থাকে।

১০.২ বিপণনকারী: ডোকরা অলঙ্কারের বিপণনেও মেয়েরা পুরুষদের নানাভাবে সাহায্যে করে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত বিভিন্ন শিল্পমেলায়, বানিজ্যিক মেলায়, হস্তশিল্পমেলায় ডোকরা অলঙ্কারগুলি বিক্রি করতে নারীরা পুরুষদের সাহায্যে করে। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি হস্তশিল্প কার্যালয়ে এবং বিপণনশালায় অলঙ্কারগুলি ক্রেতার সামনে তুলে ধরতে নারীরা পুরুষদের সহযোগী হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (দ্র. চিত্র নং-১৯)।

১০.৩ ব্যবহারকারী: অলঙ্কার হল নারী জগতের একন্ত নিজস্ব সম্পদ। নারীর দৈহিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির অন্যতম উপাদান হল অলঙ্কার। তবে পুরুষরা যে অলঙ্কার পরিধান করে না তা নয়, কিন্তু পরিমাণে খুব কম। বর্তমানে সোনার দাম আকাশছোঁয়া হওয়ায় এবং নিরাপত্তাজনিত কারণে মেয়েদের মধ্যে সোনার অলঙ্কারের পরিবর্তে অন্যান্য ধাতুর অলঙ্কার ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে। ফলে এখন মেয়েরা বিভিন্ন উৎসব, অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের ডোকরা অলঙ্কার পরিধান করছে।

এছাড়াও অলংকার তৈরির জন্য উপাদান-উপকরণ সংগ্রহে, মোটিফের নিত্য নতুন বিষয় নির্বাচনে এবং অলংকারের প্রসার ও বিবর্তনেও নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

চিত্র নং - ১৭ মাটির ছাঁচ প্রস্তুতিতে নারী

চিত্র নং - ১৮ ছাঁচে মোমের সুতো লাগানোয় নারীশিল্পী

চিত্র নং - ১৯ অলঙ্কার বিপণনে নারী

১১. বিপণন ব্যবস্থা

লোকশিল্পদ্রব্যের বিপণনের মাধ্যমেই লোকশিল্পীরা অর্থ উপার্জন করে। লোকশিল্পের যথাযথ বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন যথাপোযুক্ত বিপণন ব্যবস্থা। তবে লোকশিল্পের বিপণন ব্যবস্থা একটু ভিন্ন ধরনের হয়। এক্ষেত্রে ঐতিহ্যগত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। নিম্নে ডোকরা শিল্পের বিপণন ব্যবস্থাটি রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হল:

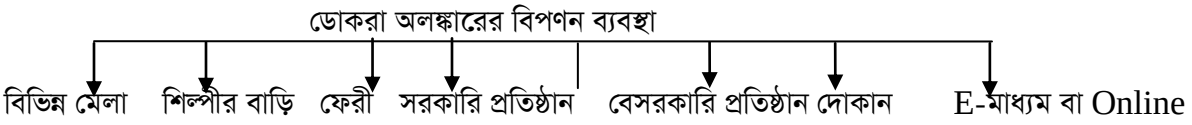

১১.১ মেলা: গ্রামে বা শহরে যে মেলা বসে সেখানে ডোকরা শিল্পীরা ডোকরা অলঙ্কারগুলি বিক্রি করেন। সাধারণত অলঙ্কার- গুলি অন্যান্য ডোকরা শিল্পদ্রব্যের সাথে একই দোকানে বিক্রি হয়। আবার কখনো কখনো অলঙ্কারগুলির জন্য পৃথক দোকান থাকে।

১১.২ শিল্পীর বাড়ি: শিল্পীর বাড়ি থেকে সাধারণত দু'ভাবে অলঙ্কারগুলি বিক্রি করা হয়। পাইকারিরা অলঙ্কারগুলি শিল্পীদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে বিভিন্ন খুচরো দোকানদের বিক্রি করেন। আবার কখনো খুচরো দোকানদাররা সরাসরি শিল্পীদের কাছ থেকে অলঙ্কারগুলি কিনে বিক্রি করেন।

১১.৩ ফেরী: গ্রামাঞ্চলে লোকশিল্পজাতদ্রব্য বিক্রির একটি অন্যতম মাধ্যম হল ফেরিওয়ালা দের মাধ্যমে বিক্রি। বিভিন্ন ফেরিওয়ালারা ডোকরা শিল্পীদের কাছ থেকে ডোকরা অলঙ্কার ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্য ক্রয় করে বিভিন্ন গ্রামে বিক্রি করেন। তবে বর্তমানে ফেরীর মাধ্যমে বিক্রির পরিমাণ কম।

১১.৪ সরকারি প্রতিষ্ঠান: বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান বা বিপণনকেন্দ্র আছে যেগুলি সরাসরি শিল্পীদের বা পাইকারী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কিনে অলংকারগুলি সেই প্রতিষ্ঠান বা বিপণনকেন্দ্রগুলি থেকে বিক্রি করেন।

১১.৫ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান: বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা বিপণনকেন্দ্র ডোকরা শিল্পী বা পাইকারি ব্যবসায়ীদের অলঙ্কারগুলি ক্রয় করে বিক্রি করেন।

১১.৬ দোকান: যে সব দোকানে সাধারণত ইমিটেশনের অলঙ্কারগুলি বিক্রি হয় সেইসব দোকানেও ডোকরা অলঙ্কারগুলি বিক্রি হয়।

১১.৭ E-মাধ্যম বা Online এর মাধ্যমে বিক্রি: বর্তমানে আধুনিক বিলাসবহুল জীবনযাপনের সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে Online এর মাধ্যমে বিক্রি। বিভিন্ন Online বিপণনকেন্দ্রগুলিও লোকশিল্পদ্রব্যের বিপণনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। Flipart, Amazon, Craftsvilla প্রভৃতি Online বিপণিকেন্দ্রগুলি থকেও বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের ডোকরা অলঙ্কার বিক্রি হয়।

১২. ডোকরা অলঙ্কারের চাহিদা: ডোকরা অলঙ্কারের শৈল্পিক সৌন্দর্য খুবই উচ্চমানের। অলঙ্কারগুলির শৈল্পিক সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্য দেখে উচ্চস্তরের শিল্পরসিক ও সাধারণ মানুষ সকলেই মুগ্ধ হন। আগে ডোকরা শিল্পীরা শিল্পসামগ্রীগুলিকে ঝাঁকায় করে নিয়ে গিয়ে গ্রামে গ্রামে বিক্রি করতেন। তখন ডোকরা অলঙ্কারগুলির চাহিদা মূলত গ্রামীণ স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন আর সেদিন নেই। এখন অলংকারগুলির জনপ্রিয়তা ও চাহিদা গ্রাম, শহর, দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশের মাটিতেও পাড়ি দিয়েছে।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ডোকরা শিল্পকে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির কাছে পৌছে দেবার জন্য বিভন্ন পরিকল্পনা সরকার স্তরে গৃহীত হয়। ফলে ডোকরা শিল্পীরা একদিকে যেমন শিল্পবস্তুর গড়ন, ধরন ও অলংকরণে নানাবিধ পরিবর্তন আনতে শুরু করে তেমনি শুরু করেছিল নতুন নতুন শিল্পবস্তুর উৎপাদন। ডোকরা শিল্পীরা চিরপ্রচলিত অলংকারগুলির সাথে সাথে যুগোপযোগী আধুনিক ডিজাইনের বিভন্ন অলঙ্কার তৈরি করতে থাকেন। ফলে মধ্যবিত্ত ও বিত্তবান ব্যক্তিদের কাছে অন্যান্য ডোকরা শিল্পনির্দশনগুলির সাথে অলঙ্কারগুলির চাহিদাও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। দেশীয় বাজারে অলঙ্কারগুলির বিক্রির পরিমাণও ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। বলাবাহুল্য কোন শিল্পদ্রব্যের প্রকৃত চাহিদা ব্যক্তিগত স্তরে ক্রেতাদের প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্য দিয়ে বোঝা যায় না। যতক্ষণ না উচ্চক্রয় ক্ষমতা সম্পন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি পাইকারিহারে শিল্পনিদর্শন সংগ্রহ করবে ততক্ষণ প্রকৃত অর্থে কোন চাহিদা সৃষ্টি হয় না (সৈয়দ, ২০০১:৩৯)। আশার আলো অতি সাম্প্রতিককালে উচ্চ ক্রয় ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিপণনকেন্দ্রগুলির তরফে বিভিন্ন ধরনের ডোকরা শিল্পনিদর্শন ক্রয় করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন Online বিপণিগুলিও বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে ডোকরা অলঙ্কার সংগ্রহ করছে ও সেগুলি বিক্রি করছে। এরফলে ডোকরা অলংকারগুলির বিজ্ঞপণী প্রচার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় বাজারে চাহিদাও বাড়ছে।

বিদেশের ধনী দেশগুলিতে সর্বদায় হস্তশিল্পের বৃহৎ বাজার ও চাহিদা থাকে। বিদেশে ডোকরা শিল্পের চাহিদা সৃষ্টির জন্য সরকারের তরফ থেকে বেশকিছু পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। বিদেশে আয়োজিত আর্ন্তজাতিক শিল্পমেলায় ভারত অংশগ্রহণ করলে সেখানে বিভিন্ন ডোকরা শিল্পনিদর্শন রাখা হয়। আবার ডোকরা শিল্পীদের বিদেশে নিয়ে

গিয়ে বিদেশী ক্রেতাদের সামনে তাদের শিল্প নির্মাণ সরাসরি দেখিয়ে এই শিল্পের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। শুধু সরকারি নয় বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সেচ্ছাসেবী সংস্থাও আর্ন্তজাতিক শিল্পমেলা ও বানিজ্যমেলায় ডোকরা অলঙ্কার ও অন্যান্য শিল্পসামগ্রীর বিপণনের ব্যবস্থা করেছে। এইসব উদ্যোগের মাধ্যমে ডোকরা অলঙ্কারগুলির প্রতি বিদেশী ক্রেতাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছে। ফলে দেশে ও বিদেশে ডোকরা অলঙ্কারগুলির চাহিদাও যে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই।

১৩. শিল্পী পরিচয়: ডোকরা শিল্পীদের উদ্ভব নিয়ে পণ্ডিত মহলে বেশ বিতর্ক আছে। কোনো কোনো গবেষকদের মতে ডোকরারা এক বহু প্রাচীন আদিবাসী লোকশিল্পী সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত। আবার কারো মতে এরা নামগোত্রহীন এক আদিম যাযাবর গোষ্ঠী। তবে ডোকরা শিল্পীদের অনেকেই নিজেদের বিশ্বকর্মার সন্তান বলে মনে করেন। গবেষকদের মতে ডোকরা শিল্পীগোষ্ঠী মূলত আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত হওয়ায় হিন্দুসমাজ বা মসুলমান সমাজের যে শাস্ত্রোক্ত ধর্ম তা তাদের আদিধর্ম নয়। ডোকরা শিল্পীরা বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমনের সময় যে স্থানে যে ধর্মের প্রাধান্য বেশী সেখানে সেই জনগোষ্ঠীর দ্বারা প্রভাবিত হন (সৈয়দ, ২০০১:১০)। এরফলে ডোকরা শিল্পীরা কোথাও হিন্দু আবার কোথাও মুসলমান নামে পরিচিত। তবে ধর্মাচারণের দিক থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা মিশ্র রীতি-নীতি পালন করে।

পারিবারিক অভাব ডোকরা শিল্পীদের নিত্যসঙ্গী। সীমাহীন অভাব আর অশিক্ষার অন্ধকার ডোকরাদের জীবনে হাত ধরাধরি করে চলে। অভাবের কারণে অলঙ্কার বা অন্যান্য শিল্পসামগ্রী নির্মাণে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল জোগার করায় কখনও কখনও শিল্পীদের কাছে দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলে বাধ্য হয়ে শিল্পীদের মহাজন বা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিল্পীরা ঋণের টাকা পরিশোধ করতে পারে না। ব্যবসায়ী বা মহাজনরা টাকা ধার দেয় বলে অল্প দামে উৎপাদিত অলংকারগুলি শিল্পীদের কাছ থেকে কিনে নেন। এই অলঙ্কারগুলি বাজারে তিন-চারগুণ বেশি দামে বিক্রি হয়। কিন্তু শিল্পীরা লাভের মুখ দেখতে পায় না। ফলে ডোকরা শিল্পীদের আর্থিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয় না। কখনও বেশি শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করে হাতে সামান্য অর্থ এলে সেই অর্থ কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি কেনা বা শিল্পের অন্য কাজে বিনিয়োগ করার পরিবর্তে তারা মদ্যপান করে উড়িয়ে দেন। ফলে শিল্পেরও বিশেষ উন্নতি হয় না। সারাদিন অক্লান্ত ও অমানবিক পরিশ্রম করার পরেও শিল্পীদের দৈনিক উপার্জন দু'শো থেকে আড়াইশো টাকার বেশী হয় না। তবে মাসের প্রতিদিন কাজ না হওয়ায় মাসিক গড় উপার্জন আরো কম। সারাবছর অলঙ্কার বা অন্যান্য শিল্পসামগ্রীর চাহিদা সমান না থাকায় উৎপাদনের পরিমাণও সবসময় সমান হয় না। বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে অলঙ্কার ও শিল্পসামগ্রীর চাহিদা বেশি থাকায় উৎপাদনও বেশি হয়। ফলে শিল্পীরা উৎসবের কয়েক মাস কিছু বেশি অর্থ উপার্জন করে। কিন্তু সারাবছরের অভাব ও ঋণের টাকা পরিশোধের পর ডোকরা শিল্পীদের কাছে সঞ্চয় বলতে বিশেষ কিছুই থাকে না। ডোকরাদের আর্থিক দুরাবস্তার দূরীকরণে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তরফে বিভিন্ন সমবায় সমিতি স্থাপন করা হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে এই সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে শিল্পীরা কিছুটা অর্থিক সাহায্য পায়। এর ফলে শিল্পীদের গড় উপার্জন কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই কিন্তু তা বাস্তবোচিত ও বর্তমান সময়োপযোগী নয়।

১৪. ডোকরা অলংকারের রূপান্তর : লোকশিল্প ঐতিহ্যাশ্রয়ী হলেও গতিময়তাহীন পরিবর্তন নিরপেক্ষ স্থবির বিষয় নয়। লোকশিল্প গতিশীল অর্থাৎ পরিবর্তন সাপেক্ষ। যুগ ও পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে লোকশিল্প দ্রব্যেও নানাবিধ পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। ডোকরা অলংকারগুলির ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। অলংকারগুলিকে বর্তমান যুগোপযোগী এবং সময়োপযোগী করে তুলতে শিল্পীরা অনায়াসেই এর মধ্যে নানা পরিবর্তন আনছেন। অলঙ্কার তৈরির উপাদান-উপকরণ, গড়নশৈলী, অলংকারণ শৈলী, মোটিফের ব্যবহার, বিপণন কৌশল সমস্ত আঙ্গিকেই অতিসম্প্রতি কমবেশি কিছু না কিছু পরিবর্তন নজরে আসে। পূর্বে ডোকরা শিল্পীরা অলংকারের প্রধান উপাদান হিসাবে কেবলমাত্র পিতল ব্যবহার করত। কিন্তু বর্তমানে কোন কোন স্থানের শিল্পীরা পিতলের অভাবে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু ব্যবহার করছে। আগে অলংকারগুলি তৈরির পর সেগুলি তারের ব্রাশ ও সিরিজ কাগজ দিয়ে ঘষে

পরিষ্কার ও মসৃণ করা হতো। তেঁতুল জল দিয়ে ধুয়ে উজ্জল করা হতো। বর্তমানে স্বল্প সময়ে এবং কম পরিশ্রমে অধিক পরিমাণে অলঙ্কার উৎপাদনের তাগিদে পালিশ মেশিন ব্যবহৃত হয়। অলঙ্কারগুলির ঔজ্জল্য বৃদ্ধিতে তেঁতুল জলের জায়গা নিয়েছে বিভিন্ন কম শক্তির অ্যাসিড। মোটিফের বিষয় ও ব্যবহারের নিরিখেও অলংকারগুলিতে নানা পরিবর্তন অবলোকিত হয়। আগে পশুপাখি ও দেবদেবীকেন্দ্রিক মোটিফ বেশী ব্যবহারের প্রবণতা ছিল, কিন্তু বর্তমানে জ্যামিতিকনকশাকেন্দ্রিক মোটিফ বেশি ব্যবৃহত হচ্ছে। মোটিফের পাশাপাশি অলংকরণ শৈলীতেও নানা পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয়। আগে অলংকারগুলি ছিল আকৃতিতে বেশ বড় এবং ভারি। বর্তমানে যে অলংকারগুলি নির্মিত হচ্ছে সেগুলির অধিকাংশই আকারে ছোট এবং হালকা। অলঙ্কারগুলির সৌষ্ঠবগত পরিবর্তনের মূলে রয়েছে ক্রেতাদের ক্রম পরিবর্তনশীল রুচি। অলঙ্কারগুলির বিপণন ব্যবস্থাতেও এসেছে পরিবর্তনের ছোয়া। আগে বিভিন্ন ঐতিহ্যগত পদ্ধতির হাত ধরে অলঙ্কারগুলি নিম্ন-মধ্যবিত্তের ঘরে স্থান পেত। বর্তমানে ঐতিহ্যগত পদ্ধতির পাশাপাশি রয়েছে অত্যাধুনিক বিপণন কৌশল। বিভিন্ন Online বিপণিগুলি এখন হয়ে উঠেছে ডোকরা অলঙ্কার বিক্রির অন্যতম মাধ্যম। আবার এসব পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে বিশ্বায়নের প্রভাবে যুগের চাহিদা মেনে।

১৫. মূল্যায়ন: লৌকিক শিল্পধারায় স্থানিক পরিমণ্ডলের প্রভাব অনিবার্য। ভূপ্রকৃতি, প্রাকৃতিক উপকরণ, মাটির গড়ন, ভূমির উর্বরতা, বনজ সম্পদের প্রাচুর্য, সর্বোপরি জীবনচর্যার ছন্দ ইত্যাদির অপ্রতিরোধ্য প্রভাব বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিচিত্র শিল্পধারার জন্ম দিয়েছে। রাঢ়ের ডোকরা শিল্প সেরকমই বাংলার এক অতি প্রাচীন লোকায়ত শিল্পরূপ। ঐতিহ্যময় ডোকরা শিল্পের এক অসামান্য ফসল হল ডোকরা অলঙ্কার। প্রথাগত প্রশিক্ষণ বর্হিভূত ডোকরা জনগোষ্টীর পরম্পরাগত শৈল্পিক রীতিতে উৎপাদিত অলংকারগুলির ব্যবহারিক গুরুত্ব অপরিসীম। শুধু ব্যবহারিক কার্যকারিতা নয় নান্দনিক সৌন্দর্যের নিরিখেও অলংকারগুলি জনসাধারণের হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। ডোকরা সম্প্রদায়ের মধ্যে এই অলঙ্কার তৈরি করার রীতি অত্যন্ত প্রাচীন। মাটি, মোম, সরষের তেল, পিতল প্রভৃতি প্রধান উপাদান ও বিভিন্ন উপকরণের সহায়তায় 'হারানো মোম ঢালাই' পদ্ধতির এক অনবদ্য শিল্পরূপ ডোকরা অলংকার। মানব-মানবীর বিভন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অলঙ্কার নির্মাণে ডোকরা শিল্পীরা যে শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই সাধুবাদযোগ্য। লোকশিল্পের ঐতিহ্যমেনে বিভিন্ন লোকায়ত ও অত্যাধুনিক বিপণন পদ্ধতির হাত ধরে অলঙ্কারগুলি আজ দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও বিশেষ মর্যাদার আসনে আসীন। নিত্যনতুন মোটিফের ব্যবহার এবং নিখুঁত অলংকারশৈলী ডোকরা অলঙ্কারগুলির ক্রমবর্ধমান চাহিদার অন্যতম হেতু। অলংকারশৈলী ও মোটিফের পাশাপশি আকার ও আকৃতিগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অলংকারগুলি ক্রমশ যুগোপযোগী হয়ে উঠেছে। পরম্পরাগত ঐতিহ্যকে আধুনিকতার মোড়কে মুড়ে ক্রেতার সামনে পরিবেশনের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল ডোকরা অলঙ্কার। আভরণগুলি মেয়েদের পরিধেয় হলেও ডোকরা শিল্পের পরিসরে নারীদের ভূমিকা শুধুমাত্র ব্যবহারকারী হিসাবেই সীমাবদ্ধ নয়, উৎপাদনকারী, বিপণনকারী হিসাবেও নারীরা আজ পুরুষদের সমকক্ষ। অলঙ্কারের ছাঁচ তৈরি করা থেকে শুরু করে অলঙ্কারগুলিকে ক্রেতাদের হাতে পৌছে দেওয়া সর্বক্ষেত্রেই নারীদের ভূমিকা কোন ভাবেই উপেক্ষণীয় নয়। এক কথায় নারী-পুরুষের যৌথ কর্মদ্যোগ এবং শিল্পচেতনা ডোকরা অলঙ্কারগুলিকে আজ ধাতব অলঙ্কারের জগতে এক স্বতন্ত্র মাত্রা দান করেছে। শৈল্পিক সূক্ষতা এবং নিপুণতায় অলঙ্কারগুলি আজ উচ্চ-মধ্য-নিম্নবিত্ত সকলেরই প্রশংসার পাত্র হয়ে উঠেছে। দেশীয় বাজারে বৃদ্ধি পেয়েছে ডোকরা অলঙ্কারগুলির চাহিদা ও বিক্রির পরিমাণ। বিভিন্ন Online বিপণিগুলির উপর ভর করে বৃদ্ধি পাচ্ছে অলঙ্কারগুলির বিজ্ঞাপণী প্রচার। ডোকরা শিল্প ও শিল্পীসত্ত্বাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য শুধু সরকারি নয় বিভিন্ন বেসরকারি সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানও আজ ডোকরা অলঙ্কার ও অন্যান্য শিল্পসামগ্রীর বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করেছে। বিদেশে আয়োজিত আর্ন্তজাতিক শিল্পমেলাতেও ক্রেতাদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে বিভিন্ন ডোকরা অলঙ্কার ও অন্যান্য শিল্পনিদর্শন। ফলত শুধু স্বদেশে নয় বিদেশেও ডোকরা অলঙ্কারগুলির চাহিদা আজ ক্রমবর্ধমান।

১৬. উপসংহার: ডোকরা অলঙ্কার হল বাংলার ধাতব অলঙ্কার শিল্পের এক সজীব ও সংহত ধারা। ডোকরা শিল্পনিদর্শনগুলি প্রাচীনকাল থেকেই শিল্পরসিকের বিস্ময় উদ্রেককারী। ডোকরা অলঙ্কার হল সেই ঐতিহ্যময় শিল্পনিদর্শনের নব অবয়ব। তবে ডোকরা শিল্পসামগ্রীগুলি উচ্চ-মধ্যবিত্তের শোভাবর্ধন করলেও ডোকরা শিল্পীদের নিজগৃহ রয়ে গেছে শ্রীহীন। ডোকরা শিল্পবস্তুগুলি আজ দেশ ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতেও পা রেখেছে। কিন্তু ডোকরা শিল্পীদের অবস্থা সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। চুলার লেলিহান অগ্নিশিখা, ধোয়ায়-তাপে-গ্যাসে অকাল বার্ধক্য আর অকাল মৃত্যু যেন সবসময় ওদের দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকে। সীমাহীন অভাব-অনটনকে সঙ্গী করেই এরা বাঁচিয়ে রেখেছে এক আদিম অমুল্য শিল্পাঙ্গিককে। তাই ডোকরা শিল্পের অতীত ঐতিহ্য ও গৌরবের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রয়োজন ক্রেতাদের চাদিহানুয়ায়ী নিত্যনতুন শিল্পবস্তুর উৎপাদন ও সেগুলির বিপণনের শিল্পীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন। অন্যান্য ডোকরা শিল্পবস্তুর মতো ডোকরা অলঙ্কারগুলির চাহিদাও আজ ক্রমবর্ধমান। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে ডোকরা অলঙ্কারগুলি আজ নাগরিক জীবনচর্যার এক অবিচ্ছেদ্য আঙ্গে পরিণত হয়েছে। যুগের চাহিদামেনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ক্ষমতার উপর ভিত্তি করেই যে কোন শিল্পাঙ্গিক টিঁকে থাকে। ডোকরা অলঙ্কারগুলির ক্রমবর্ধিষ্ণু চাহিদা এবং জনভিত্তিকে অটুট রাখতে প্রয়োজন শিল্পরূপটিতে বাস্তবোচিত ঐতিহ্যানুগ পরিবর্তন সাধন করা। এজন্য প্রয়োজন ডোকরা শিল্প ও শিল্পীসত্ত্বাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের আন্তরিক প্রচেষ্টা। তবেই ডোকরা অলঙ্কারগুলি ঐতিহ্যময় ধাতব শিল্পের আঙিনায় স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হবে।

তথ্যসূত্র:

চক্রবর্তী,বরুণকুমার (সম্পা), *লোকজ শিল্প,* কলকাতা: পারুল প্রকাশনী, ২০১১।
মণ্ডল, সুজয়কুমার, *লোকশিল্প তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত,* কলকাতা: নটকমকলকাতা, ২০১১।
মুখোপাধ্যায়, মীরা, *বিশ্বকর্মার সন্ধানে,* কলকাতা: ১৯৯৩ (উদ্ধৃত: সৈয়দ, বসিরুদ্দোজা, 'রাঢ়ের শিল্প ডোকরা', বর্ধমান: বাংলা বিভাগ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১)।

গ্রন্থপঞ্জী

চট্টোপাধ্যায়, তুষার, *লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান, কলকাতা: এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, ১৯৮৫।*
জানা, অচিন্ত্যকুমার, *বাকুড়ার অর্থনীতিতে লোকশিল্প*, বাকুড়া: রাঢ় একাডেমী, ১৯৯৪।
ঘোষ, স্বপনকুমার, *বাংলার কুটির শিল্প*, কলকাতা: দেজ পাবলিসিং, ১৯৯৬।
সাঁতরা, তারাপদ, *পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ*, কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০০।
ঘোষ, দীপঙ্কর, *পশ্চিমবঙ্গের শিল্প*, কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০২।
ঘোষ, প্রদ্যোত, *বাংলার লোকশিল্প*, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৪।
ভট্টাচার্য, মিহির ও দীপঙ্কর ঘোষ (সম্পা), *বঙ্গীয় শিল্পপরিচয়*, কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৪।
বসুরাম, সুবোধ, *রাঢ়বঙ্গের কারুশিল্প*, কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৬।
ইসলাম, শেখ মকবুল, *লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান, তত্ত্বপদ্ধতি ও প্রয়োগ*, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১১।
চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পা), *'লোকজ শিল্প'*, কলকাতা: পারুল প্রকাশনী, ২০১১।

মণ্ডল, সুজয়কুমার, *লোকশিল্প তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত*, কলকাতা: নটকমকলকাতা, ২০১১।
সৈয়দ,বসিরুদ্দোজা, *রাঢ়ের শিল্প ডোকরা*, বর্ধমান: বাংলা বিভাগ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১।